প্রথম আলো

তারিখ 03 MAR 2015

টিউশন ফির কোটি টাকা নয়ছয়

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী ●

রাজশাহীর ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজির (আইএইচটি) দুটি কোর্সের টিউশন ফির প্রায় কোটি টাকা নয়ছয় হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এর বেশির ভাগ অভিযোগ প্রতিষ্ঠানের সদ্য বিদায়ী অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে।

নিয়মবহির্ভূতভাবে টিউশন ফির অর্থ খরচের ফলে নির্দিষ্ট মেয়াদের কোর্স দুটি সম্পন্ন করার জন্য তহবিল-সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এখন কীভাবে এই কোর্স শেষ করা যাবে, তা নিয়ে সমস্যা হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে বর্তমান অধ্যক্ষ এ বি এম মনসুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় বিষয়টি উঠে আসে। প্রতিষ্ঠানের এমন অবস্থায় কীভাবে চলমান বিএসসি কোর্সটি সম্পন্ন করা হবে, এ ব্যাপারে সুপারিশ ও করণীয় সম্পর্কে জানতে চেয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে বিদায়ী অধ্যক্ষ গাজিউল আলম টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'একাডেমিক কাউন্সিলে অনুমোদন করেই সব খরচ করা হয়েছে।' শিক্ষার্থীদের পেছনে ছাড়া অন্য খাতে অর্থ খরচ করা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই করা হয়েছে। কাজ না করে কোনো বিল দেখানো হয়নি। আর এমন কাজ শুধু আমার সময়েই করা হয়নি, ২০১০ সাল থেকেই এমনটা হয়ে আসছে।' অর্থসংকটের ফলে কোর্স কীভাবে চালানো যাবে—এমন প্রশ্নের জবাবে গাজিউল আলম বলেন, 'প্রয়োজনে আবারও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফি নেওয়া যায় কি না, তার জন্য সরকারের কাছে লেখা যেতে পারে।'

আইএইচটি সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটিতে বিএসসি কোর্স চালু করা হয়। গত পাঁচ বছরে পাঁচটি ব্যাচে এই কোর্সের শিক্ষার্থী দাঁড়ায় ২৯০ জন। এসব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মোট টিউশন ফি আদায় করা হয় ১ কোটি ৫ লাখ ২০ হাজার টাকা। কোর্সটি পরিচালনা করতে পাঁচ বছরে খরচ করা হয়েছে ৯০ লাখ টাকা। কোর্স শুরুর প্রথম চার বছরে কোর্স বাবদ খরচ করা হয় ৪৫ লাখ টাকা। আর গত বছরের জানুয়ারি থেকে এ বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে খরচ করা হয় ৪৫ লাখ টাকা।

রাজশাহীর ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি

নিয়মবহির্ভূতভাবে টিউশন ফির অর্থ খরচের ফলে নির্দিষ্ট মেয়াদের কোর্স দুটি সম্পন্ন করার জন্য তহবিল-সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এখন কীভাবে এই কোর্স শেষ করা যাবে, তা নিয়ে সমস্যা হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে

হিসাব থেকে দেখা যায়, বিদায়ী অধ্যক্ষ গাজিউল আলম দায়িত্ব পালনকালে এক বছরে যে ৪৫ লাখ টাকা খরচ করেছেন, তার মধ্যে মাত্র ২৫ লাখ টাকা খরচ করেছেন শিক্ষার্থীদের পেছনে। আর বাকি টাকা খরচ করা হয়েছে অন্যান্য খাতে। নিয়ম অনুযায়ী টিউশন ফির সম্পূর্ণ অর্থই শিক্ষার্থীদের জন্য খরচ করার কথা। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষক না থাকায় বাইরে থেকে আনা শিক্ষককে টিউশন ফি হিসেবে টাকা দিতে হয়। অথচ এই তহবিলের অর্থ মুঠোফোন বিল, বিশেষ সম্মানীসহ নানা খাতে খরচ দেখানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের কাজের দায়িত্ব পিডব্লিউডির হলেও এই তহবিলের অর্থ খরচ করে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়েছে। এই তহবিলের অর্থ অডিটযোগ্য না হওয়ার ফলে নিয়মবহির্ভূতভাবে অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সব হিসাব মিলিয়ে বর্তমানে এই কোর্সটির জন্য তহবিলে ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা রয়েছে।

সূত্রটির দেওয়া তথ্যমতে, বিএসসি কোর্সের পাঁচটি ব্যাচের মধ্যে প্রথম ব্যাচের কোর্স কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হবে। বাকি চারটি ব্যাচের কোর্স শেষ হতে সময় লাগবে ২০১৮ সাল পর্যন্ত। আর এ বাবদ অর্থের প্রয়োজন হবে প্রায় ৭২ লাখ টাকা। কিন্তু তহবিলে আছে মাত্র সাড়ে ১২ লাখ টাকা; যা আগামী ছয় মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। যাঁরা এই কোর্সে ভর্তি হয়েছেন, তাঁরা চিকিৎসকের মর্যাদার জন্য আন্দোলন করায় সরকার এই কোর্সে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে নতুন করে টিউশন ফি আদায় করে কোর্স পরিচালনা করারও সুযোগ নেই।

এদিকে প্রতিষ্ঠানটির মূল ডিপ্লোমা কোর্সের শিক্ষার্থীদের জন্য ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে ৬৬ লাখ ৬ হাজার টাকা। অথচ ওই সময়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফি বাবদ আদায় করা হয়েছে ৩৩ লাখ ৩৭ হাজার টাকা। এই কোর্সের বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৬৭ জন।

হিসাবমতে, প্রতিষ্ঠানটির সদ্য বিদায়ী অধ্যক্ষ গাজিউল আলম এক বছর দেড় মাস দায়িত্বে ছিলেন। এই কোর্সে গত পাঁচ বছরে ছাত্র তহবিলে জমা হয় ১ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। আর খরচ হয়েছে ২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। গাজিউল আলম এ বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে উপপরিচালক (স্বাস্থ্য) রাজশাহী হিসেবে বদলি হওয়ার পর বিষয়টি আলোচনায় আসে।